দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ MAY 12 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

200

বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ বিষয়ে সচেতনতা প্রয়োজন

আগেকার সময়ের কিছু কিছু বানান রীতি সংশোধন হইয়াছে। আগেকার বানান কার্য্য, ধৈর্য্য, কর্জ্য, পর্য্যন্ত, কর্জ্য, কার্য্যালয়, পর্য্যায়, কর্ত্তা, ভর্ত্তা, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, এইগুলি পরিবর্তিত এবং পরিশোধিত হইয়া কার্য, ধৈর্য, কর্জ, পর্যন্ত, কার্যালয়, পর্যায়, কর্তা, ভর্তা, কর্ম, ধর্ম এই রকম রূপ নিয়াছে। কারণ, বর্তমান বানান পদ্ধতিতে (র্) রেফ-এর পর বর্ণদ্বিত্ব হয় না বা একই বর্ণ দুইবার ব্যবহৃত হয় না। অথচ দেশের সর্বোত্তম কার্যালয় 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়'-এর দেয়ালেও 'প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয়' কথাটি পিতল দ্বারা সুন্দরভাবে বড় করিয়া খচিত রহিয়াছে। বর্তমানে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানেও মারাত্মক ধরনের বানান ভুল লক্ষ্য করা যায়। ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠা দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা কিংবা মাসিক পত্রিকাগুলিও ভুলের প্রতিযোগিতায় মাতোয়ারা। এই যদি হয় দেশের ভাষার প্রয়োগ অবস্থা তাহা হইলে ছাত্র-ছাত্রীরা কি ভুল বানানের শিকারে পতিত হইতেছে না?!

'ণ' ও 'ন'-এর যথার্থ ব্যবহার না করিলে যে অনেক সময় অর্থের ব্যাপক পার্থক্য ঘটিয়া যায় তাহা অনেকেই বিবেচনায় নেন না। অর্থের পার্থক্য ঘটুক আর না ঘটুক, ভুল বানান সব সময় পরিত্যজ্য। অথচ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের গাড়িতে লেখা রহিয়াছে 'মন্ত্রনালয়'।

প্রায়ই দেখা যায়, একই প্রতিবেদন, দরখাস্ত কিংবা অফিসিয়াল কোন রিপোর্টে সাধু এবং চলিত ভাষার সংমিশ্রণ। সাধু অথবা চলিত ভাষার যে কোন একটি'র ব্যবহারই বিধেয়। কেননা ইহাতে ভাষার শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি পায়।

আজকাল 'ই' কার (ি) এবং 'ঈ' কার (ী)-এর প্রয়োগবিধি নিয়াও পত্রিকায় অহরহ লেখালেখি হইতেছে। কিন্তু ইহাতে তেমন ফল কি হইতেছে?

আমরা বাঙালী। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা; তাই শিক্ষিত বিজ্ঞজন মিলিয়া ভাষার সুষ্ঠু, সুন্দর এবং মার্জিত প্রয়োগবিধি ব্যবহার করিয়া বিশ্ব সাহিত্য দরবারে মাতৃভাষা বাংলাকে কবিগুরুর মত বারংবার শ্রেষ্ঠতম ভাষা, শ্রুতিমধুর ভাষা হিসাবে তুলিয়া ধরা আমাদেরই দায়িত্ব।

ইউসুফ হাফিজ,
ক-৩২, শাহ্‌জাদপুর, গুলশান, ঢাকা।